দৈনিক জনকণ্ঠ

317
তারিখ ... JUN 14 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

জাবি বিবিএ'র শূন্য আসনে ভর্তি প্রসঙ্গে বিভাগীয় ব্যাখ্যা

গত ৪ এপ্রিল, ১৯৯৯ দৈনিক জনকণ্ঠের চিঠিপত্র কলামে "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ-এর শূন্য আসন প্রসঙ্গে" শীর্ষক জনৈক তারিক মনজুরের চিঠির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর চিঠিতে তিনি ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের বিবিএ প্রোগ্রামে ৫টি আসন শূন্য রেখে ক্লাস চলেছে দাবি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এ দাবি সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ব্যাখ্যা করা হলো। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ ঃ বিভাগীয় ভর্তি সংক্রান্ত নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে মেধা তালিকা হতে ভর্তি হয়েছে ৪৩ জন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটা থেকে ভর্তি হয়েছে ৫ জন এবং পোষ্য ভর্তি হয়েছে ৭জন– সর্বমোট ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী। যথারীতি তাদের সবাই বর্তমানে নিয়মিতভাবে ক্লাস করছে। শুধুমাত্র বিভাগীয় ১ম সেমিস্টার পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাড়া আর কোন আসন বর্তমানে শূন্য নেই। যে ৫টি আসন শূন্য দাবি করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেই ৫জন ছাত্রছাত্রী ১ম সেমিস্টার চূড়ান্ত পরীক্ষায় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাদের আসন শূন্য হয়ে পড়ে। এছাড়া এদের মধ্যে কেউ কেউ ক্লাস শুরুর ৬ মাস পর বিদেশে কিংবা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ায় তাদের আসন কোনভাবেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়।

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ ঃ পুনরায় ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই শিক্ষাবর্ষে মেধা তালিকা হতে ৪১ জন, পোষ্য কোটা হতে ২ জন এবং মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় ১ জন সর্বমোট ৪৪ জন ভর্তি হয়েছে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মেধা তালিকা হতে আসন পূরণ না হলে অথবা ক্লাস শুরুর পর একটানা ১০ দিন অনুপস্থিতির কারণে কোন আসন শূন্য হলে অতি দ্রুততার সাথে সে আসন পূরণ করা হয়। এই শিক্ষাবর্ষে ক্লাস শুরুর দিন হতে ১০ দিন অনুপস্থিতির কারণে ১ জন মাত্র ছাত্রীর আসন শূন্য হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৮ মার্চ হতে ১৮ মার্চ '৯৯ পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে উক্ত ছাত্রীর ভর্তি বাতিল সংক্রান্ত ব্যাপারে ইতোমধ্যেই উপ রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) মহোদয়কে বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান হয়েছে। ছাত্র আসনের কোন আসন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মে শূন্য হয়নি। অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করার দরুন শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই এ বিভাগে ভর্তি হবার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে। তারিক মনজুরের বক্তব্য এ বিভাগের গুরুত্ব এবং জনপ্রিয়তারই দিকনির্দেশ করে। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের বক্তব্য প্রদানের পূর্বে যথাযথ তথ্য এবং উপাত্তের সাহায্য নেয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা অবশ্যই ছাত্রছাত্রীর ভর্তি সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল।

ফাতেমা বেগম
সভাপতি, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়